

সিলেটের ৩ নিশ্চিত আসন আওয়ামী লীগের হাতছাড়া

কটুর আওয়ামীবিদ্বেষী খেলাফতীরা মহাজোট প্রার্থী

শংকর মৈত্রী :

মহাজোটের প্রার্থী নির্বাচন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সিলেট বিভাগে ৩টি আসনে নিজেদের নিশ্চিত বিজয় হাতছাড়া করতে যাচ্ছে। এই আসনগুলোতে নিজেদের শক্তিশালী প্রার্থী ঢাকা সত্ত্বেও মহাজোটের শরিকের বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদী খেলাফত মজলিসের প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ায় তীব্র সমালোচনার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে। প্রার্থী মনোনয়ন দিতে গিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নেতাকর্মীদের মতামত না নেওয়া এবং মতামত নিলেও তা উপেক্ষা করার কারণে এ আসনগুলো আওয়ামী লীগের নিশ্চিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মহাজোটের শরিকের মন রক্ষা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের এই বিশাল ছাড় ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেবে এবং তা নেতাকর্মীদের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

বিশেষজ্ঞের মতে, মহাজোটের প্রার্থী মনোনয়ন দিতে গিয়ে এবার সিলেট বিভাগে আওয়ামী লীগ চরম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯টি আসনের মধ্যে যে আসনগুলোতে এবার আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত বলে ধরা হয়েছিল এমন ৬টি আসনই শরিকের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আসনে এমন ৩ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যারা নিছক আওয়ামী লীগ বিরোধী বললে কম বলা হয়, তারা ঐতিহাসিক কারণেই আজন্ম আওয়ামী লীগবিদ্বেষী। স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তাবিরোধী এই প্রার্থীরা জয়লাভ করলে তা আওয়ামী লীগ ও দেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। মুক্তচিন্তার মানুষ এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য এরা কাল হয়ে দাঁড়াবে। সিলেট বিভাগের এই ৩টি আসনে আওয়ামী লীগের শক্তিশালী প্রার্থী ঢাকা সত্ত্বেও খেলাফত মজলিসের ৩ জন নেতাকে মনোনয়ন দেওয়ায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিক্ষুব্ধ ও বিস্মিত। প্রতিদিনই সেখানে চলছে বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ। প্রার্থী পরিবর্তন না হলে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ভোটদান থেকে বিরত থাকার ঘোষণাও দিয়েছেন। আর সাধারণ মানুষ, যারা আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী তারাও হতাশ হয়ে পড়েছেন।

সিলেট বিভাগে মহাজোটের যেসব প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩টি মনোনয়ন নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আসনগুলো হলো সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ), সিলেট-৫ (কানাইঘাট-জকিগঞ্জ) ও সুনামগঞ্জ-১ (তাহিরপুর-জামালগঞ্জ-ধরমপাশা)। এ ৩টি আসনেই খেলাফত মজলিসের বিতর্কিত ৩ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট।

সিলেট-৬ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে খেলাফত মজলিসের জঙ্গি নেতা, সিলেট শহরের আলোচিত মাদ্রাসা ‘কাজির বাজার মাদ্রাসা’র প্রিন্সিপাল মওলানা হাবিবুর রহমান বুলবুলিকে। খেলাফত মজলিসের নেতাকর্মী ও মাদ্রাসার ছাত্র ছাড়া যার কোনো জনসমর্থন নেই। জঙ্গি নেতা মওলানা বুলবুলি এক ভয়ঙ্কর

প্রকৃতির লোক। তার বিরোধিতার কারণে কবি শামসুর রাহমান ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম জীবদ্দশায় সিলেট যেতে পারেননি। তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ঘোষণাকারী এই মওলানা হাবিবুরের কারণে সিলেটে প্রগতিপন্থী'র কর্মকাণ্ড চালানোই অসম্ভব। এমন জঙ্গি নেতাকে আওয়ামী লীগের সমর্থনে মনোনয়ন েওয়ায় সিলেটের লোকজন বিক্ষুব্ধ। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী তো বটেই, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এটা মেনে নিতে পারছেন না। বিশেষ করে যে আসনে রয়েছেন আওয়ামী লীগের এক ত্যাগী নেতা নুর"ল ইসলাম নাহিদ, যিনি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ েকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০১ সালে সামান্য ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হন। একসময়কার তুখোর ছাত্রনেতা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুর"ল ইসলাম নাহিদ আওয়ামী লীগে যোগদান করায় সিলেট আওয়ামী লীগে ব্যাপক গতি সঞ্চার হয়। সৎ ও ত্যাগী নেতা হিসেবে সকল মহলে সমাদৃত নুর"ল ইসলাম নাহিদকে মনোনয়ন না দিয়ে আজন্ম আওয়ামী লীগবিদ্বেষী জঙ্গি নেতা মওলানা হাবিবুর রহমান বুলবুলিকে মনোনয়ন েওয়ায় সবাই বিস্মিত। স্থানীয় লোকজনের মতে মহাজোটের পক্ষ েকে মনোনয়ন দিলেও মওলানা হাবিবুর রহমানের জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ, সেক্ষেত্রে মহাজোটের ভোটব্যংকের বহু ভোটই মহাজোটের প্রার্থীর পক্ষে না পড়ার সম্ভাবনা। নুর"ল ইসলাম নাহিদ যদি স্ৱতন্ত্রভাবেও নির্বাচন করেন তা হলেও চারদলীয় জোটের প্রার্থীর সঙ্গে তারই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সিলেটের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, এ বছর এ আসনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নুর"ল ইসলাম নাহিদে'র বিজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ' আওয়ামী লীগের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আসনটি তারা হারাতে পারে।

সিলেট ৬ আসনের মতো একই অবস্থা সিলেট-৫ আসনের। এ আসনটিতেও আওয়ামী লীগের শক্তিশালী প্রার্থী হাফিজ আহমেদ মজুমদারকে মনোনয়ন না দিয়ে েওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগবিরোধী খেলাফত মজলিসের মওলানা হুসাম উদ্দিন চৌধুরীকে। স্থানীয় পীর ফুলতলীর বড়ো ছেলে হুসামউদ্দিন মনোনয়ন পাওয়ায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হতাশ। এ আসনটিতে যদিও গত বছর জামাতের প্রার্থী মওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী জয়লাভ করেছিলেন কিন্তু এ বছর স্থানীয়ভাবে জামাত-বিএনপির মধ্যে বিরোধের কারণে আওয়ামী লীগ আসনটি পুনর"দ্ধার করতে পারতো বলে স্থানীয় রাজনৈতিক বিশেষকরা মনে করেন। অনেকটা নিশ্চিত এ আসনটিও আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

একই অবস্থা সুনামগঞ্জ-১ আসনেও। তাহিরপুর-জামালগঞ্জ-ধরমপাশা এই ৩ থানা নিয়ে গঠিত এ আসনটি আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। একসময় নৌকা প্রতীক নিয়ে যে-ই এ আসনে দাঁড়াতে পারত তারই জয় ছিল নিশ্চিত। গত বছর আওয়ামী লীগ এ আসনটি পুনর"দ্ধার করতে পারেনি কেন্দ্রীয় দুই নেতার বিরোধের কারণে। কিন্তু ' এ বছর এ আসনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিজয় ছিল অনেকটা নিশ্চিত। কথা ছিল এ আসনে হয় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত াড়াবেন, না হয় সাবেক এমপি রফিকুল হক সোহেল দাঁড়াবেন। কিন্তু ' আওয়ামী লীগের এই দুই নেতার কাউকেই মনোনয়ন না দিয়ে মনোনয়ন েওয়া হয়েছে ঢাকার এক মসজিদে'র ইমাম ও খেলাফত মজলিসের নেতা মওলানা তোফাজ্জল হককে। অখ্যাত এই মওলানাকে তার এলাকার লোকজন চেনে ৭১-এর কুখ্যাত রাজাকার হিসেবে। নিজ এলাকার বাইরে যার নেই কোনো পরিচিতি, এমন মওলানাকে মনোনয়ন েওয়ায় আর যাই হোক বিএনপির প্রার্থীর বিজয় এখন সুনিশ্চিত। স্থানীয় ৩ থানার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এখন প্রতিদিন মিছিল-মিটিং করছেন প্রার্থী পরিবর্তনের জন্য। আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা েখছেন কিভাবে তাে'র নিশ্চিত আসনটি দলের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। আর

এই হার কেবল আওয়ামী লীগ প্রার্থীরই নয়, দলের সাংগঠনিক অবস্থাও নাজুক হয়ে যাবে।